Naya Jamana Evening Edition.....9 October....adddddddd..._Layout 1 31-03-2026 15:03 Page 1

বাংলা আজ যা ভাবে

সংবাদ নয়া জামানা

সান্ধ্য সংস্করণ

১৬ চৈত্র ।। ১৪৩২।। মঙ্গলবার ৩১ মার্চ ২০২৬ ।। ১ ম বর্ষ ২৯৯ সংখ্যা ।। ৫ পাতা

মেডিকা নার্সিং হোম

স্বাস্থ্য সাথী
SWASTHYA SATHI

স্বাস্থ্যসাথী কার্ডের
সুবিধা রয়েছে

24/7
EMERGENCY
SERVICE

মাইক্রো
সার্জারি

অপারেশন করা হয়।

24x7 Emergency Service and Care

ই.সি.জি. | ইউ.এস.জি | গাইনো সার্জারি

জেনারেল সার্জারি | রক্ত পরীক্ষা

ও.পি.ডি. | ডিজিটাল এক্স-রে | ফিজিওথেরাপি

বিভিন্ন ধরনের ইন্সুরেন্স কার্ডের মাধ্যমে
অপারেশন করার সুব্যাবস্থা রয়েছে।

রতুয়া হাসপাতাল গেট
(বিউটি মেডিক্যালের পাশে), রতুয়া, মালদা

Contact : 9734190447 /
8967213824 /8637023374 /
8917598976

Naya Jamana Evening Edition.....9 October....adddddddd..._Layout 1 31-03-2026 15:03 Page 2

বাংলা আজ যা ভাবে

সংবাদ নয়া জামানা

সান্ধ্য সংস্করণ

১৬ চৈত্র ।। ১৪৩২।। মঙ্গলবার ৩১ মার্চ ২০২৬ ।। ১ ম বর্ষ ২৯৯ সংখ্যা ।। ৫ পাতা

৮ এপ্রিল মনোনয়ন পেশ করবেন মমতা, মিছিল করে পৌঁছবেন সার্ভে বিল্ডিংয়ে

দেড় কোটির সম্পত্তি কর বকেয়া, জয়ললিতার প্রাসাদোপম বাড়িতে তালা ঝোলাল পৌরসভা

দুবাইয়ে অতিকায় তেলবাহী জাহাজে হামলা ইরানের! ভয়ংকর দূষণের আশঙ্কা

ভোটার তালিকায় ৩০ হাজার ‘বহিরাগত’!

অভিষেকের অভিযোগে সিলমোহর মমতার

নয়া জামানা ডেস্ক ঃ ‘লক্ষ্য রাখুন কোথায় কী হচ্ছে। আমরা প্রমাণ করে দিয়েছি বস্তা বস্তা কাগজ জমা পড়েছে। কালকেও নির্বাচন কমিশনে ৩০ হাজার নাম জমা দিয়েছে। তারা বাংলার কেউ নয়। কেন দিয়েছে? কারণ ওরা বাংলাকে বধ করতে চায়।’ চন্দ্রকোনার সভামঞ্চ থেকে এভাবেই সুর চড়ালেন তৃণমূল নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। লোকসভা ভোটের মুখে ভোটার তালিকায় ভিন রাজ্যের নাম ঢোকানো নিয়ে বিজেপির বিরুদ্ধে বিস্ফোরক অভিযোগ তুললেন তিনি।

ভিন রাজ্যের লোকজনকে এ রাজ্যের ভোটার করার ছক কষছে গেরুয়া শিবির, এমনই দাবি ঘাসফুল শিবিরের। বাংলার ভোটার তালিকায় বহিরাগতদের অনুপ্রবেশ ঘটছে বলে সরাসরি তোপ দেগেছেন মুখ্যমন্ত্রী। তাঁর অভিযোগ, বিহার, রাজস্থান, হরিয়ানা ও উত্তরপ্রদেশের মতো রাজ্য থেকে লোক এনে বাংলায় ভোটার বানানোর চেষ্টা চলছে। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের দাবি, যেখানে লক্ষ লক্ষ ভূমিপুত্রের নাম তালিকা থেকে বাদ গিয়েছে, সেখানে নতুন করে এই ৩০ হাজার নামের অন্তর্ভুক্তি অত্যন্ত রহস্যজনক। ট্রেন ভর্তি করে লোক এনে আসানসোল বা খড়গপুরের মতো এলাকায় ভোট করানোর ছক কষছে বিজেপি, এমনটাই আশঙ্কা প্রকাশ করেছেন তিনি। এই বিতর্কের সূত্রপাত সোমবার সন্ধ্যায়। রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিক বা সিইও-র দফতরে আচমকাই হাজির হন তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। সেখান থেকে বেরিয়ে তিনি দাবি করেন, বস্তা ভর্তি ‘ফর্ম-৬’ নিয়ে বিজেপির লোকজন কমিশনে ঢুকেছিলেন। তাঁর চ্যালেঞ্জ, সিইও অফিসের সিসিটিভি ফুটেজ প্রকাশ করা হোক। অভিষেক স্পষ্ট জানান, ভোটার তালিকায় নাম তোলার জন্য ব্যবহৃত এই ফর্মের অপব্যবহার করে উত্তরপ্রদেশ বা বিহারের লোকেদের নাম ঢোকানো হচ্ছে। তিনি আরও জানান, বড় চুরির প্রমাণ হাতেনাতে ধরা পড়েছে এবং

নিজেদের ভোট সুরক্ষিত করতেই বিজেপি এই পথ বেছে নিয়েছে। পুরো ঘটনাপ্রবাহ নিয়ে মঙ্গলবার মুখ খোলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি জানান, সোমবার বিকেলে অভিষেকের সঙ্গে তাঁর কথা হয়েছিল। মমতা বলেন, ‘আমি বললাম, কী হয়েছে বাবু? বলল দিদি তুমি জানো না ৩০ হাজার ফর্ম জমা দিয়েছে নতুন করে। আমি বললাম সে কী? এখনও পর্যন্ত ১৮ লক্ষ লোকের নাম বাদ গিয়েছে। আরও বাকি আছে। ৪২ লক্ষ ছাড়াও, ৬০ লক্ষের মধ্যে আরও ১৮ লক্ষ নাম তোলা হল না। আর নতুন করে বিহার, রাজস্থান, হরিয়ানা, উত্তরপ্রদেশ থেকে নাম এনে ঢোকাচ্ছে।’ এই বঞ্চনার কথা বলতে গিয়ে মুখ্যমন্ত্রী জানান, সাধারণ মানুষের হয়রানি দেখে তাঁর বুকে যন্ত্রণা হচ্ছে। তৃণমূলের অভিযোগ, এই বিপুল সংখ্যক আবেদনকারীরা বাংলার কেউ নন, বরং ‘বিদেশি’। রাজ্যের মানুষের গণতান্ত্রিক অধিকার কেড়ে নিতেই এই চক্রান্ত হচ্ছে বলে সরব হয়েছেন মমতা। দলের নেতা-কর্মী থেকে শুরু করে সাধারণ মানুষকে সজাগ থাকার পরামর্শ দিয়েছেন তিনি। ভোটার তালিকায় নাম তোলা বা বাদ দেওয়া নিয়ে এই নয়া অভিযোগ ঘিরে এখন সরগরম রাজ্যের রাজনৈতিক মহল। ভোট বাজারে ‘বহিরাগত’ ইস্যুকে হাতিয়ার করে বিজেপিকে কোণঠাসা করতে মরিয়া তৃণমূল কংগ্রেস। সাধারণ মানুষের তালিকায় নাম না ওঠা নিয়ে ক্ষোভ উগরে দিয়ে মমতা সাফ জানান, বাংলার ভোট দখল করার এই চেষ্টা কোনওভাবেই সফল হতে দেবেন না তিনি। সব মিলিয়ে নির্বাচন কমিশনের ভূমিকা এবং বিজেপির কৌশলী চাল নিয়ে তৃণমূলের এই আক্রমণ এখন বঙ্গ রাজনীতির মূল চর্চার বিষয়।

কমিশনের বদলি সিদ্ধান্তে হস্তক্ষেপ নয়, তৃণমূলের মামলা খারিজ হাই কোর্টে

নয়া জামানা ডেস্ক ঃ নির্বাচন কমিশনের আধিকারিক বদলির সিদ্ধান্তে এখনই মাথা গলাচ্ছে না আদালত। রাজ্যের মুখ্যসচিব এবং স্বরাষ্ট্রসচিব-সহ একাধিক পুলিশ ও প্রশাসনিক কর্তাকে সরিয়ে দেওয়ার প্রতিবাদে করা জনস্বার্থ মামলা মঙ্গলবার খারিজ করে দিল কলকাতা হাই কোর্ট। প্রধান বিচারপতি সুজয় পাল এবং বিচারপতি পার্থসারথি সেনের ডিভিশন বেঞ্চ সাফ জানিয়ে দিয়েছে, অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচনের স্বার্থে নেওয়া কমিশনের এই প্রক্রিয়ায় আদালত কোনও হস্তক্ষেপ করবে না। একই সঙ্গে ২৬৭ জন বিডিও এবং থানার ওসি-দের গণহারে বদলি সংক্রান্ত মামলাটিও খারিজ করে দিয়েছে উচ্চ আদালত। আইনি এই লড়াইয়ে বড়সড় ধাক্কা খেল রাজ্যের শাসক শিবির। রাজ্যে ভোটের দামামা বাজার পর থেকেই প্রশাসনিক স্তরে রদবদল নিয়ে সরগরম ছিল রাজনৈতিক মহল। গত ১৫ মার্চ রাজ্যে ভোট ঘোষণার রাতেই তৎকালীন মুখ্যসচিব নন্দিনী চক্রবর্তীকে সরিয়ে দেয় কমিশন। একই সঙ্গে স্বরাষ্ট্রসচিবের পদ থেকে সরানো হয় জগদীশপ্রসাদ মীনাকেও। এই সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে আইনজীবী অর্ককুমার নাগ জনস্বার্থ মামলা দায়ের করেছিলেন। মঙ্গলবার সেই মামলার শুনানিতে মামলাকারীর পক্ষে জোরালো সওয়াল করেন আইনজীবী কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি কমিশনের এক্তিয়ার নিয়ে প্রশ্ন তুলে দাবি করেন, আধিকারিকদের এভাবে রাতারাতি সরিয়ে দেওয়া সম্পূর্ণ অসাংবিধানিক। কল্যাণবাবু আদালতে সওয়াল করতে গিয়ে বলেন, ‘রাতারাতি আধিকারিকদের অপসারণ করা হয়েছে। মুখ্যসচিবকে সরিয়ে দেওয়া হয়েছে।

তাঁকে কোনও দায়িত্ব দেওয়া হয়নি। শুধুমাত্র সরিয়ে দিয়েছে। পশ্চিমবঙ্গের সমস্ত সমস্যা মুখ্যসচিব দেখছেন। তাঁকে সরিয়ে দিল। স্বরাষ্ট্রসচিব নির্বাচনের সঙ্গে যুক্ত নন। তাঁকে শুধু সরিয়েই দেয়নি, অন্য রাজ্যে পাঠিয়ে দিয়েছে।’ তাঁর যুক্তি ছিল, সংবিধানের অনুচ্ছেদ ৩২৪ অনুযায়ী কমিশনের ক্ষমতা আছে ঠিকই, কিন্তু তা অসীম নয়। এ ভাবে অকারণ আমলাদের বদলি আদতে রাজ্যের যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামোকে নষ্ট করছে বলেও অভিযোগ তোলেন তিনি। পাল্টা যুক্তিতে কমিশনের আইনজীবী জানান, প্রতিটি রাজ্যের পরিস্থিতি আলাদা এবং নিরপেক্ষ ও স্বচ্ছ নির্বাচনের স্বার্থেই এই কঠোর পদক্ষেপ প্রয়োজন। কমিশনের তরফে বলা হয়, ‘এই সব সিদ্ধান্তের নেপথ্যে অনেক কারণ রয়েছে। পাঁচটি রাজ্যে ভোট হচ্ছে, সব জায়গায় পরিস্থিতি এক নয়। অন্যত্রও অফিসার বদলি করা হয়েছে। পরিস্থিতি অনুযায়ী পদক্ষেপ করা হয়।’ এক দিনের মধ্যে রাজ্যের বিডিও এবং বিভিন্ন থানার ওসি-সহ ২৬৭ জন আধিকারিককে অপসারণের সিদ্ধান্তের বিরোধিতাও করেছিলেন কল্যাণ। কিন্তু আদালত স্পষ্ট করে দিল, ভোটের ময়দানে প্রশাসনিক রদবদল কমিশনের নিজস্ব এক্তিয়ারভুক্ত বিষয়। ফলে জোড়া মামলা খারিজ হওয়ায় নির্বাচনের আগে প্রশাসনিক রদবদল নিয়ে কমিশনের হাত আরও শক্ত হল বলেই মনে করছে ওয়াকিবহাল মহল। আদালতের এই রায়ে আপাতত স্বস্তিতে কমিশন।

Naya Jamana Evening Edition.....9 October....adddddddd..._Layout 1 31-03-2026 15:03 Page 3

মধ্যবিত্তের হেঁশেলে ফিরছে কেরোসিন!

ইরান যুদ্ধের জেরে বিশ্ববাজার টালমাটাল। জ্বালানি তেলের আকাল। এই পরিস্থিতিতে দেশের সাধারণ মানুষের হেঁশেল সচল রাখতে বড় পদক্ষেপ করল মোদি সরকার। রবিবার, ২৯ মার্চ কেন্দ্রীয় পেট্রোলিয়াম ও প্রাকৃতিক গ্যাস মন্ত্রক এক বিশেষ নির্দেশিকায় জানিয়েছে, আপৎকালীন ভিত্তিতে দেশজুড়ে কেরোসিন বণ্টন করা হবে।

নয়া জামানা ডেক্স ঃ ইরান যুদ্ধের জেরে বিশ্ববাজার টালমাটাল। জ্বালানি তেলের আকাল। এই পরিস্থিতিতে দেশের সাধারণ মানুষের হেঁশেল সচল রাখতে বড় পদক্ষেপ করল মোদি সরকার। রবিবার, ২৯ মার্চ কেন্দ্রীয় পেট্রোলিয়াম ও প্রাকৃতিক গ্যাস মন্ত্রক এক বিশেষ নির্দেশিকায় জানিয়েছে, আপৎকালীন ভিত্তিতে দেশজুড়ে কেরোসিন বণ্টন করা হবে। এমনকী যে ২১টি রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলে কেরোসিন সরবরাহ বন্ধ হয়ে গিয়েছিল, সেখানেও আগামী ৬০ দিন বিশেষ ব্যবস্থায় এই জ্বালানি মিলবে। মূলত রান্নার জ্বালানির জোগান ঠিক রাখতে কেরোসিন মজুত ও বিক্রির নিয়মে সাময়িক ছাড় দেওয়া হয়েছে।

নতুন নিয়ম অনুযায়ী

প্রতিটি জেলায় সর্বোচ্চ দু'টি পেট্রোল পাম্প থেকে কেরোসিন বিক্রি করা যাবে।একটি পাম্পে সর্বোচ্চ ৫,০০০ লিটার কেরোসিন মজুত রাখা যাবে।তেল সংস্থাগুলির নিজস্ব পাম্পগুলিকে এই কাজে অগ্রাধিকার দেওয়া হবে।দ্রুত পরিবহণের স্বার্থে লরি বা ট্যাঙ্কারের লাইসেন্স সংক্রান্ত কিছু নিয়ম শিথিল করা হয়েছে।কেন্দ্রীয় সংস্থা 'পেশো'-র সুপারিশ মেনে ১৯৩৪ সালের পেট্রোলিয়াম আইনের বিশেষ ধারা প্রয়োগ করে এই ছাড় দিয়েছে কেন্দ্র।গত কয়েক বছরে দিল্লি, হরিয়ানা, পাঞ্জাব, উত্তরপ্রদেশ, গুজরাট, অন্ধ্রপ্রদেশ এবং গোয়ার মতো ২১টি রাজ্যে সরকারি ভাবে কেরোসিন সরবরাহ বন্ধ করে দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু বর্তমান পরিস্থিতিতে এই রাজ্যগুলিতেও ফের কেরোসিন পাঠানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে কেন্দ্র। তালিকায় জম্মু-কাশ্মীর, লাদাখ এবং আন্দামান-নিকোবর দ্বীপপুঞ্জও রয়েছে।লাইসেন্সের নিয়মে ছাড় মিললেও নিরাপত্তার প্রশ্নে কোনও আপস করা হবে না বলে সাফ জানিয়েছে কেন্দ্র।

নির্দেশিকায় বলা হয়েছে-

কেরোসিন মজুত ও বিক্রির প্রতিটি হিসেব নিঁখুতভাবে রাখতে হবে।

জেলা প্রশাসন ও বিশেষজ্ঞ আধিকারিকরা যে কোনও সময় পাম্পে গিয়ে তল্লাশি চালাতে পারবেন।এই কেরোসিন কেবলমাত্র রান্না ও আলোর কাজেই ব্যবহার করা যাবে।প্রসঙ্গত, ইরান যুদ্ধের ফলে বিশ্বজুড়ে তেলের দাম আকাশছোঁয়া। সরকার ইতিমধ্যেই পেট্রোল ও ডিজেলের উপর কর কমিয়ে আমজনতাকে স্বস্তি দেওয়ার চেষ্টা করেছে। এর জেরে রাজকোষের বিপুল ক্ষতি হলেও সরকার পিছু হটেনি। কিন্তু যুদ্ধের জল কতদূর গড়ায়, তা নিয়ে সংশয় রয়েছে।

যদি গ্যাসের সিলিন্ডারের জোগান কমে বা দাম সাধারণের নাগালের বাইরে চলে যায়, তবে বিকল্প হিসেবে কেরোসিনই ভরসা। তাই আগেভাগেই পাম্পের মাধ্যমে কেরোসিন পৌঁছে দেওয়ার এই বিশেষ পরিকল্পনা।জানা গিয়েছে, আগামী দু'মাস এমনই চলবে। আপাতত কেরোসিনই হতে চলেছে মধ্যবিত্ত ও নিম্নবিত্তের 'লাইফলাইন'।

ভারী দুর্যোগের আশঙ্কা

নয়া জামানা ডেক্স ঃ আকাশ মেঘলা। মঙ্গলবার সকাল থেকেই। বিকেলের দিকে হতে পারে ঝড়বৃষ্টি। এমনটাই পূর্বাভাস হাওয়া অফিসের।হাওয়া অফিস জানিয়েছে একাধিক জেলায় মঙ্গলবার হতে পারে ঝড়বৃষ্টি। মূলত হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টিপাতের আশঙ্কা রয়েছে। সেই সঙ্গে বইতে পারে ঝোড়ো হাওয়া। পাশাপাশি বজ্রবিদ্যুতের দাপট থাকতে পারে। যার ফলে তাপমাত্রা নামতে পারে। হাওড়া, হুগলি, বাঁকুড়া, পূর্ব বর্ধমান, নদিয়া, উত্তর এবং দক্ষিণ ২৪ পরগনায় রয়েছে ঝড়বৃষ্টির সম্ভাবনা। পাশাপাশি ভিজতে পারে কলকাতাও। হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টিপাত হতে পারে।

শিলাবৃষ্টিরও রয়েছে আশঙ্কা। বিশেষত, বাঁকুড়া, হুগলি ও পূর্ব বর্ধমানে শিলাবৃষ্টি হতে পারে। পাশাপাশি ৪০ থেকে ৫০ কিমি বেগে ঝড় বইবার সম্ভাবনা আছে।বুধবারও ঝড়বৃষ্টির সম্ভাবনা থাকছে দক্ষিণে। ঝাড়গ্রাম থেকে শুরু করে পূর্ব মেদিনীপুর, পশ্চিম মেদিনীপুর, উত্তর ২৪ পরগনা, দক্ষিণ ২৪ পরগনা ও নদিয়ায় হালকা বৃষ্টি হতে পারে। ২ এবং ৪ এপ্রিল বৃষ্টির কোনও সম্ভাবনা নেই। যদিও ৫ এপ্রিল হতে পারে বৃষ্টি। বিশেষত, ঝাড়গ্রাম, পুরুলিয়া এবং বাঁকুড়ায় বৃষ্টি হতে পারে।উত্তরেও মঙ্গলবার বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। হালকা বৃষ্টির পাশাপাশি বইতে পারে ঝোড়ো হাওয়া। শিলাবৃষ্টিও হতে পারে। এমন পরিস্থিতি ৫ এপ্রিল পর্যন্ত চলবে। বিশেষত, জলপাইগুড়ি, শিলিগুড়ি, মালদা, আলিপুরদুয়ার, উত্তর দিনাজপুর, দক্ষিণ দিনাজপুর, দার্জিলিং এবং কালিম্পংয়ে বৃষ্টির আশঙ্কা রয়েছে।

সম্পর্কের নতুন ট্রেন্ড

নয়া জামানা ডেক্স ঃ রাত দুটো। সঙ্গীর নাক ডাকার শব্দে ঘুম ভাঙছে বারবার। পাশ ফিরে শুলেও লাভ নেই। এদিকে দিব্যি নিশ্চিন্তে ঘুমোচ্ছেন পাশের মানুষটি। সকালে উঠেই খিটখিটে মেজাজ, অকারণ ঝগড়া। প্লেনে কিংবা ট্রেনে উঠেছেন দু'জনে। একজন উইন্ডো সিটে বসে আকাশ দেখতে চান, অন্যজনের পা ছড়িয়ে বসতে পছন্দ আইল সিট। শেষমেশ একজনকে মানিয়ে নিতে হয়। সঙ্গে শুরু হয় এক রাশ বিরক্তি, অস্বস্তি।কখনও খাবার খেয়ে বিছানায় রেখে দেওয়া, আবার কখনও ভিজে তোয়ালে যেখানে-সেখানে রাখা। পার্টনারের দৈনন্দিন এমন কত অভ্যাস একেবারে সহ্য হয় না! আর তাই নিয়ে রোজই চলে মনোমালিন্য।এই আপাতভাবে 'ছোট' সমস্যাগুলো থাকলেও প্রিয় মানুষটির থেকে আলাদা হতে চান না অনেকেই। বরং সম্পর্ককে বাঁচাতে খুঁজে নিচ্ছেন নতুন পথ। সেই পথেই জন্ম নিচ্ছে একের পর এক নতুন 'রিলেশনশিপ ট্রেন্ড'। 'স্লিপ ডিভোর্স', 'সিট ডিভোর্স' বা 'লিভিং অ্যাপার্ট টুগেদার' সহ রয়েছে আরও কত কেতাবি নাম। শুনতে যতই অদ্ভুত লাগুক, এই ট্রেন্ড কিন্তু বিচ্ছেদ নয়, বরং সম্পর্ক টিকিয়ে রাখার সচেতন চেষ্টা।একসময় মনে করা হত, ভালবাসা মানেই সারাক্ষণ একসঙ্গে থাকা অর্থাৎ একই বিছানায় ঘুম, পাশাপাশি বসা, একই অভ্যাসে অভ্যস্ত হওয়া। কিন্তু সময়ের সঙ্গে বদলেছে সেই ধারণা। এখনকার যুগলরা বুঝেছেন, একসঙ্গে থাকার মানে সবকিছু একসঙ্গে করতেই হবে, এমন নয়। বরং ব্যক্তিগত স্বাচ্ছন্দ্য, মানসিক শান্তি আর নিজের 'স্পেস'-এর গুরুত্বই সম্পর্ককে আরও মজবুত করে। নতুন প্রজন্ম যেন স্পষ্ট করেই বলছে, 'ভালবাসি, কিন্তু নিজের মতো থাকতেও চাই।' আর এই ভাবনা থেকেই শহুরে জীবনে জনপ্রিয় হয়ে উঠছে নানা ট্রেন্ড।

লিভিং অ্যাপার্ট টুগেদারঃ সম্পর্কে থাকলেও একসঙ্গে থাকেন না অনেক দম্পতি। আলাদা বাড়িতে থেকেও আঁচ পড়ে না সম্পর্কে। উদ্দেশ্য, ব্যক্তিগত স্বাধীনতা বজায় রাখা। এতেই ছোটখাটো ঝগড়াও এড়িয়ে চলা যায়।

ফিন্যান্সিয়াল ডিভোর্সঃ ইদানিং দম্পতিরা নিজেদের আর্থিক বিষয় আলাদা রাখেন। আলাদা ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট, খরচ ভাগ করে নেওয়া-এসবের মাধ্যমে সম্পর্কে আর্থিক বিষয়ে স্বচ্ছতা বজায় থাকে। ফলে টাকা-পয়সা নিয়ে অশান্তি অনেকটাই কমে। মাইক্রো-চিটিংঃ আগে সোশ্যাল মিডিয়ায় লুকিয়ে চ্যাট করা বা হালকা ফ্লার্টকে তেমন গুরুত্ব দেওয়া হত না। কিন্তু এখন অনেকেই এগুলোকেও বিশ্বাসভঙ্গ হিসেবে দেখছেন। ফলে সম্পর্কের ক্ষেত্রে নতুন করে গুরুত্ব পাচ্ছে মাইক্রো-চিটিং।

স্লিপ ডিভোর্সঃ অনেক দম্পতি এখন আলাদা বিছানা বা আলাদা ঘরে ঘুমোনোর সিদ্ধান্ত নিচ্ছেন। কারণ? সঙ্গীর নাক ডাকা, রাত জাগা কিংবা কারও ক্ষেত্রে হালকা ঘুম, কারও গভীর। সবমিলিয়ে একই বিছানায় শোওয়া মানেই ঘুমের ব্যাঘাত।

সিট ডিভোর্সঃ ভ্রমণ মানেই রোম্যান্স, এই ধারণাও বদলাচ্ছে। বরং বেশি প্রাধান্য পাচ্ছে 'কমফর্ট'। আর সেখানেই জায়গা করে নিচ্ছে'সিট ডিভোর্স'। ট্রেন হোক বা ফ্লাইট কিংবা সিনেমা দেখতে গিয়ে একসঙ্গে বসতেই হবে, এমন বাধ্যবাধকতা অনেকেই এখন মানছেন না।কেন বাড়ছে এই প্রবণতা? ইনস্টিটিউট অফ সাইকিয়াট্রি হাসপাতালের অধ্যাপক ডাঃ সুজিত সরখেলের মতে, আগে সমাজে মেয়েদের বেশি মানিয়ে নেওয়ার কথা বলা হত। ছেলেরা একেবারে অ্যাডজাস্ট করে না তা নয়, তবে যত অসুবিধাই হোক, সম্পর্ক টিকিয়ে রাখার দায় মেয়েদের ওপর বেশি চাপিয়ে দেওয়া হত। যার মূল কারণ হল, বেশিরভাগ ক্ষেত্রে মেয়েদের আর্থিকভাবে নির্ভরশীল থাকতে হত। কিন্তু এখন বাবা-মায়েরা মেয়েকে বড় করার সময়েই স্বাধীনভাবে বাঁচতে শেখাচ্ছেন। খুব তাড়াতাড়ি পড়াশোনা বন্ধ করে বিয়ে দেওয়ার চল কমেছে। উচ্চশিক্ষা, আর্থিকভাবে স্বাধীন হয়ে ওঠায় স্বাভাবিকভাবেই স্বাধীনচেতা হয়ে উঠছেন মেয়েরা। ফলে অ্যাডজাস্ট করলেও নিজের স্বাচ্ছন্দ্যের সঙ্গে আপোস করতে রাজি থাকছেন না অনেকেই। সম্পর্কের এই ট্রেন্ড মেয়েদের আচরণের পরিবর্তনের প্রতিফলন বলা চলে।দু'জন মানুষ যদি সমানভাবে স্বাধীনচেতা হন, তাহলে একজনই কেন সবসময়ে মানিয়ে নেবে- এই প্রশ্ন থেকেই বর্তমানে বদলাচ্ছে সম্পর্কের সমীকরণ। এ প্রসঙ্গে ডাঃ সুজিত সরখেলের মতে, আমাদের সমাজ এখন কিছুটা পাশ্চাত্য সংস্কৃতিকে অনুসরণ করছে। বর্তমানে আর্থ-সামাজিক পরিস্থিতিতে মেয়েরা যেভাবে এগিয়ে গিয়েছে, তাতে তাঁরাও একইভাবে নিজের স্বাচ্ছন্দ্যকে গুরুত্ব দিচ্ছেন। আর্থিক-মানসিকভাবে স্বাবলম্বী হওয়ায় মেয়েরা আর নিরুপায় নয়।

Naya Jamana Evening Edition.....9 October....adddddddd..._Layout 1 31-03-2026 15:03 Page 4

বিস্কুট কম পাওয়ায় প্রতিবাদ, শিক্ষকের লাথিতে জখম দ্বিতীয় শ্রেণির ছাত্র

বাবলু রহমান,নয়া জামানা , জলপাইগুড়ি ঃ জলপাইগুড়ি জেলার রাজগঞ্জ ব্লকের একটি প্রাথমিক স্কুলে এক শিক্ষকের বিরুদ্ধে গুরুতর অভিযোগ উঠেছে, যা নিয়ে এলাকায় ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে।জানা গেছে, গত শনিবার স্কুলে মিড-ডে মিলের বদলে ছাত্রদের বিস্কুট দেওয়া হয়। দ্বিতীয় শ্রেণির এক ছাত্র অভিযোগ করে যে তাকে অন্যদের তুলনায় কম বিস্কুট দেওয়া হয়েছে। সে আরও বিস্কুট চাইলে অভিযুক্ত শিক্ষক নাজির শাহ নাকি তাকে লাথি মারেন। এতে ছেলেটি ধাক্কা খেয়ে ক্লাসরুমের দেওয়ালে লাগে এবং তার নাক-মুখ দিয়ে রক্ত বের হতে শুরু করে।বাড়ি ফিরে ছাত্রটি পুরো ঘটনা পরিবারের সদস্যদের জানায়।

এরপর পরিবারের তরফে তার চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয়।পরদিন ছাত্রটির বাবা স্কুলে গিয়ে অভিযোগ জানাতে চাইলে পরিস্থিতি আরও উত্তপ্ত হয়ে ওঠে। অভিযোগ, ওই শিক্ষক ছাত্রের বাবার ওপর চড়াও হন এবং তাকে একটি ঘরের ভিতরে আটকে রাখেন।ঘটনার খবর ছড়িয়ে পড়তেই অন্যান্য অভিভাবক ও স্থানীয়রা স্কুলে ছুটে আসেন। তাদের সঙ্গেও শিক্ষক দুর্ব্যবহার করেন বলে অভিযোগ ওঠে।পরে খবর পেয়ে রাজগঞ্জ থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছায়। অভিযোগ, শিক্ষক পুলিশের সঙ্গেও অসভ্য আচরণ করেন। এরপর পুলিশ তাকে আটক করে থানায় নিয়ে যায়।ঘটনার জেরে এলাকায় উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে। অভিযুক্ত শিক্ষকের বদলির দাবিতে অভিভাবকরা বিক্ষোভ দেখান।

তাদের অভিযোগ, এর আগেও ওই শিক্ষক এমন আচরণ করেছেন।এদিকে, স্কুলের প্রধান শিক্ষক আখতার ইসলাম জানিয়েছেন, অভিযুক্ত শিক্ষকের মানসিক সমস্যা থাকতে পারে। বিষয়টি ইতিমধ্যেই ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে জানানো হয়েছে।

ময়নাগুড়িতে প্রার্থী বদল, অন্দরের ক্ষোভে চাপে বিজেপি

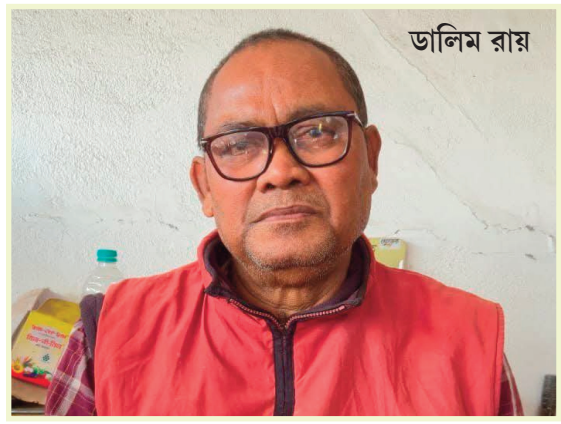

নয়া জামানা, ময়নাগুড়ি ঃ ২০২৬ সালের বিধানসভা নির্বাচনের প্রার্থী তালিকা ঘোষণার পর থেকেই বিজেপির অন্দরে ও বাইরে ব্যাপক অসন্তোষ দেখা দিয়েছে। বিভিন্ন জায়গায় বিক্ষোভ, ভাঙচুর, তালা বন্ধ এবং অগ্নিসংযোগের ঘটনাও সামনে এসেছে। বিশেষ করে জলপাইগুড়ি জেলার প্রায় সবকটি কেন্দ্রে প্রার্থী নির্বাচন ঘিরে ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন সাধারণ কর্মী-সমর্থকরা।মালবাজারে বিজেপির পার্টি অফিসে ভাঙচুর চালানো হয়। একই ধরনের পরিস্থিতি দেখা যায় রাজগঞ্জ বিধানসভা কেন্দ্রেও। এর পাশাপাশি ময়নাগুড়ি কেন্দ্রেও প্রার্থী নিয়ে অসন্তোষ তীব্র আকার ধারণ করে।ময়নাগুড়ি বিধানসভা কেন্দ্রে প্রাক্তন বিজেপি বিধায়ক কৌশিক রায়কে ঘিরে একাধিক অভিযোগ থাকা সত্ত্বেও দল তাকে পুনরায় প্রার্থী ঘোষণা করে। এতে ক্ষুব্ধ হয়ে ওঠেন স্থানীয় কর্মী-সমর্থকরা। তাদের অভিযোগ, গত পাঁচ বছরে এলাকায় উল্লেখযোগ্য কোনও কাজ করেননি কৌশিক রায়, এমনকি দলের কর্মীদের সঙ্গেও খারাপ ব্যবহার করতেন।এই ক্ষোভ এতটাই বাড়ে যে, ময়নাগুড়ি বিজেপি পার্টি অফিসে জেলা সভাপতি-সহ কয়েকজন নেতাকে তালা বন্ধ করে আটকে রাখা হয়। দীর্ঘদিন ধরে অফিসটি বন্ধ ছিল, তবে আজ থেকে তা পুনরায় খোলা হচ্ছে।এদিকে, ময়নাগুড়িতে তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থী হিসেবে যুবনেতা রামমোহন রায়কে সামনে এনেছে, যিনি এলাকায় সাধারণ মানুষের পাশে থাকার জন্য পরিচিত। ফলে তার সঙ্গে পাল্লা দিতে বিজেপির ওপর চাপ বাড়ছিল।অবশেষে স্থানীয় স্তরের চাপের কাছে নতি স্বীকার করে বিজেপির কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব প্রার্থী বদলের সিদ্ধান্ত নেয়। কৌশিক রায়ের পরিবর্তে ডালিম রায়কে প্রার্থী করা হয়েছে। এতে দলের অন্দরে কিছুটা স্বস্তির পরিবেশ তৈরি হয়েছে।তবে কৌশিক রায়কে বাদ দেওয়ার ঘটনায় একাধিকবার ফোন করলেও কৌশিক রায় ফোন তোলেনি বা তার সাথে যোগাযোগ করা সম্ভব হয়নি অন্যদিকে তার ঘনিষ্ঠ অনুগামীদের একাংশ মনে করছেন, এতে বিজেপির জয়ের সম্ভাবনা কমে যেতে পারে। তাদের মতে, ময়নাগুড়িতে বিজেপির হার এখন প্রায় নিশ্চিত। সব মিলিয়ে, বিজেপির অভ্যন্তরীণ এই দ্বন্দ্বকে তৃণমূল কংগ্রেস কতটা কাজে লাগাতে পারে, সেটাই এখন দেখার বিষয়। ফলে ময়নাগুড়ি কেন্দ্র এখন সাধারণ মানুষ থেকে রাজনৈতিক মহল সবাইয়ের নজরের কেন্দ্রবিন্দুতে রয়েছে।

মুখ্যমন্ত্রীর সভার প্রস্তুতির মাঝেই প্রচার, মনোনয়নপত্র জমা তৃণমূল প্রার্থীর

নয়া জামানা, মেদিনীপুর ঃ চন্দ্রকোণা বিধানসভায় নির্বাচনী উত্তাপের মধ্যেই মঙ্গলবার বওড়া গ্রামে তৃণমূল সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়-র হাইভোল্টেজ জনসভাকে কেন্দ্র করে জোর প্রস্তুতি শুরু হয়েছে। তার আগের দিনই মনোনয়নপত্র তুললেন তৃণমূল প্রার্থী সূর্যকান্ত দোলই। জনসভা ও মনোনয়ন;দু'দিক সামলাতে ব্যস্ততার মধ্যেও প্রচার চালিয়ে গিয়েছেন তিনি, যা নির্বাচনী লড়াইকে আরও তীব্র করে তুলেছে।মঙ্গলবারের সভা ঘিরে চন্দ্রকোণা-১ ব্লকের জাড়া পঞ্চায়েতের বওড়া গ্রাম ইতিমধ্যেই রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডের কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত হয়েছে। ক্ষীরপাই পুরসভার লাগোয়া এই এলাকায় বড় জনসমাগমের প্রত্যাশা করছে তৃণমূল নেতৃত্ব। দলীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, প্রার্থী সূর্যকান্ত দোলইয়ের সমর্থনে এই সভায় কয়েক হাজার মানুষের উপস্থিতি হতে পারে।সোমবার সকাল থেকেই সভার প্রস্তুতি তদারকিতে ব্যস্ত ছিলেন সূর্যকান্তবাবু। ভোরে সভাস্থলে পৌঁছে মঞ্চ, নিরাপত্তা ব্যবস্থা ও সাধারণ মানুষের বসার জায়গা খতিয়ে দেখেন তিনি। এরপর দিন বাড়তেই জনসংযোগে বেরিয়ে পড়েন এবং ভোটারদের সঙ্গে সরাসরি যোগাযোগ করেন। পরে দলের নির্দেশ মেনে ঘাটাল মহকুমা শাসকের কার্যালয়ে গিয়ে মনোনয়নপত্র তোলেন।মনোনয়ন তোলার পর সূর্যকান্ত দোলই জানান, দলনেত্রী নিজে প্রচারে আসছেন, যা তাঁর কাছে বড় প্রাপ্তি। তিনি দাবি করেন, চন্দ্রকোণার মানুষ উন্নয়নের পক্ষে এবং এই জনসভা সেই সমর্থনকে আরও জোরদার করবে।বিকেলের পর আবার সভাস্থলে ফিরে এসে হেলিপ্যাডের প্রস্তুতি ও অন্যান্য ব্যবস্থার মহড়া দেন প্রার্থী। তিনি আশাবাদী, মুখ্যমন্ত্রীর সভা ঘিরে এলাকায় ব্যাপক উৎসাহ তৈরি হয়েছে এবং ৩০ হাজারেরও বেশি মানুষের সমাগম হতে পারে।এদিকে জনসভাকে কেন্দ্র করে কড়া নিরাপত্তা ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। সোমবার রাত থেকেই বওড়া গ্রাম ও সংলগ্ন এলাকায় পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছে। জেলা পুলিশের শীর্ষ কর্তারা প্রস্তুতি খতিয়ে দেখছেন। বিধানসভা ভোটের আগে মুখ্যমন্ত্রীর বার্তা শোনার অপেক্ষায় রয়েছেন তৃণমূল।

মনোনয়ন ঘিরে কড়াকড়ি নিরাপত্তা, বাদ যাওয়া ভোটারদের নাম তুলতে নাজেহাল

নয়া জামানা, রামপুরহাট ঃ সোমবার থেকে শুরু হওয়া বিধানসভা ভোটের মনোনয়ন পর্ব ঘিরে রামপুরহাট মহকুমা শাসকের (এসডিও) অফিস চত্বরে কড়া নিরাপত্তা বলয় তৈরি করা হয়েছে। জারি করা হয়েছে বিএনএস আইনের ১৬৩ ধারা। ফলে প্রার্থী ও নির্বাচনী কাজে যুক্ত ব্যক্তিদের বাইরে সাধারণ মানুষের প্রবেশ সম্পূর্ণরূপে নিয়ন্ত্রিত করা হয়। এই কড়াকড়ির জেরে সবচেয়ে বেশি সমস্যায় পড়েন সাপ্লিমেন্টারি তালিকা থেকে বাদ পড়া ভোটাররা, যাঁরা আবেদন জানাতে এসেও অফিসে ঢুকতে পারেননি।

রাজ্যে বিধানসভা ভোটের প্রথম দফার বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গেই শুরু হয়েছে মনোনয়ন তোলা ও জমার প্রক্রিয়া, যার শেষ দিন ৬ এপ্রিল। এরপর মনোনয়নপত্র যাচাই এবং ৯ এপ্রিল পর্যন্ত প্রার্থীপদ প্রত্যাহারের সময়সীমা নির্ধারিত রয়েছে। এই প্রক্রিয়া নির্বিঘ্ন করতে প্রশাসনের তরফে কড়া নিরাপত্তা ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে।

রামপুরহাট এসডিও অফিসের সামনে ব্যস্ততম ব্যাংক রোডে বাঁশের ব্যারিকেড বসিয়ে যান চলাচল বন্ধ করে দেওয়া হয়। অফিসের মূল গেটের সামনে মোতায়েন ছিল বিশাল পুলিশবাহিনী। নির্বাচন সংক্রান্ত কাজ ছাড়া অন্য কাউকে প্রবেশ করতে দেওয়া হয়নি।

এদিন সকাল থেকেই দূরদূরান্ত থেকে বহু ভোটার এসডিও অফিসের সামনে জড়ো হন, যাঁদের নাম সম্প্রতি প্রকাশিত সাপ্লিমেন্টারি তালিকা থেকে বাদ পড়েছে। তাঁরা আবেদন জমা দিতে এলেও পুলিশের বাধার মুখে পড়েন। কেউ কেউ ব্যারিকেড পেরিয়ে গেট পর্যন্ত পৌঁছালেও শেষ পর্যন্ত প্রবেশাধিকার পাননি। হাসন বিধানসভার গোকুলপুর এলাকার ভোটার পলি বিবি, যিনি শিশুকন্যাকে কোলে নিয়ে সকাল থেকেই অপেক্ষা করছিলেন, অভিযোগ করেন যে সমস্ত প্রয়োজনীয় কাগজপত্র দেখানো সত্ত্বেও তাঁকে ঢুকতে দেওয়া হয়নি। একই অভিযোগ করেন বিনোদপুরের বাসিন্দা ভুটু শেখও। তাঁর দাবি, অনলাইনে ফর্ম না পাওয়ায় অফলাইনে আবেদন করতে এসেছিলেন, কিন্তু তাও সম্ভব হয়নি।পরিস্থিতি উত্তপ্ত হয়ে উঠলে রামপুরহাটের এসডিপিও ঘটনাস্থলে এসে জানান, বিকেল চারটার পর আবেদনকারীদের আসতে বলা হয়েছে। তবে তীব্র গরমে দীর্ঘক্ষণ অপেক্ষা করতে না পেরে অনেকেই ফিরে যান।এ প্রসঙ্গে রিটার্নিং অফিসার তথা এসডিও জানান, মনোনয়ন প্রক্রিয়া চলাকালীন আইন অনুযায়ী বাইরের কাউকে প্রবেশ করতে দেওয়া যায় না। ফলে নিরাপত্তা বিধি মেনেই এই ব্যবস্থা নেওয়া

এসআইআর এর নামে বিজেপি ও তৃণমূলের যৌথ ষড়যন্ত্রে বৈধ নাগরিকদের ভোটাধিকার কেড়ে নেওয়ার প্রতিবাদে বিডিও অফিসের সামনে ৫২ নং মোথাবাড়ির কংগ্রেস প্রার্থী সায়েম চৌধুরী (বাবু)-র নেতৃত্বে বিক্ষোভ কর্মসূচি।

তালিকা থেকে নাম বাদ, রাস্তা অবরোধ করে বিক্ষোভ ভোটারদের

নয়া জামানা , বর্ধমান ঃ সাপ্লিমেন্টারি ভোটার তালিকা প্রকাশ ঘিরে ব্যাপক ক্ষোভ ছড়িয়েছে পূর্ব বর্ধমানের কেতুগ্রামে। নাম বাদ পড়ার অভিযোগে এদিন রাস্তা অবরোধ করে বিক্ষোভ দেখান স্থানীয় বাসিন্দারা। অভিযোগ, প্রয়োজনীয় সমস্ত নথি জমা দেওয়ার পরও ইচ্ছাকৃতভাবে বহু বৈধ ভোটারের নাম তালিকা থেকে বাদ দেওয়া হয়েছে। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, কেতুগ্রামের অন্তত ১২টি বুথে ১৫০০-র বেশি ভোটারের নাম বাদ পড়েছে।

একটি বুথে ৪৪৪ জনের নাম বিবেচনাধীন থাকলেও বাদ গিয়েছে ৪৪০ জনের নাম। আনখোনা গ্রামের ১৩ নম্বর বুথে বিবেচনাধীন ৪২৬ জনের মধ্যে ৩৯৭ জনের নাম বাদ পড়েছে। অন্য একটি বুথে আবার ১১৬ জনের নাম তালিকায় নেই বলে অভিযোগ উঠেছে। এই বিপুল সংখ্যক নাম বাদ পড়ায় সাধারণ মানুষের মধ্যে উদ্বেগ ও ক্ষোভ তীব্র হয়েছে।বিক্ষোভকারীদের দাবি, প্রশাসনিক গাফিলতি নয়, বরং পরিকল্পিতভাবেই নাম বাদ দেওয়া হয়েছে। মোজাম্মেল শেখ নামে এক বাসিন্দা জানান, তাঁর ঠাকুরদার ১৯০৪ সালের নথি জমা দেওয়ার পরও পরিবারের সকলের নাম বাদ পড়েছে। তাঁর প্রশ্ন, এটা কি ছেলেখেলা?

Naya Jamana Evening Edition.....9 October....adddddddd..._Layout 1 31-03-2026 15:03 Page 5

শাহি দরোয়াজার নাম পাল্টে হল লুকোচুরি দরোয়াজা

মালদা জেলায় ভারত আর বাংলাদেশের সীমান্তে রয়েছে ধ্বংস হয়ে যাওয়া প্রাচীন শহর গৌড়। দুর্গ শহরটির কিছু অংশ পড়েছে বাংলাদেশের চাঁপাই নবাবগঞ্জ জেলাতেও। অনেক আগে মালদা এবং তার আশেপাশের সমগ্র অঞ্চলটি পরিচিত ছিল পুণ্ড্রবর্ধন নামে। এই পুন্ড্রবর্ধন ছিল গুপ্ত সাম্রাজ্যের অধীনে একটি প্রদেশ। এরপর সপ্তম শতকে প্রথম স্বাধীন বাঙালি রাজা শশাঙ্কের আমলে জায়গাটি গৌড় হিসেবে পরিচিতি পায়। অষ্টম থেকে দ্বাদশ শতাব্দীতে পাল রাজাদের সময় থেকে বাংলার রাজধানী ছিল গৌড়। সেন রাজা লক্ষ্মণ সেনের রাজত্বকালে শহরটির নাম হয় লক্ষ্মণাবতী।

মালদা জেলায় ভারত আর বাংলাদেশের সীমান্তে রয়েছে ধ্বংস হয়ে যাওয়া প্রাচীন শহর গৌড়। দুর্গ শহরটির কিছু অংশ পড়েছে বাংলাদেশের চাঁপাই নবাবগঞ্জ জেলাতেও। অনেক আগে মালদা এবং তার আশেপাশের সমগ্র অঞ্চলটি পরিচিত ছিল পুণ্ড্রবর্ধন নামে। এই পুন্ড্রবর্ধন ছিল গুপ্ত সাম্রাজ্যের অধীনে একটি প্রদেশ। এরপর সপ্তম শতকে প্রথম স্বাধীন বাঙালি রাজা শশাঙ্কের আমলে জায়গাটি গৌড় হিসেবে পরিচিতি পায়। অষ্টম থেকে দ্বাদশ শতাব্দীতে পাল রাজাদের সময় থেকে বাংলার রাজধানী ছিল গৌড়। সেন রাজা লক্ষ্মণ সেনের রাজত্বকালে শহরটির নাম হয় লক্ষ্মণাবতী।

১২০৫ সালে তুর্কি শাসকেরা বাংলা দখল করবার পরেও বাংলার রাজধানী থেকে যায় গৌড়েই। শহরের নাম অবশ্য পাল্টে হয় লখনৌতি। ১৩৫০ থেকে রাজধানী কিছুদিনের জন্য পান্ডুয়ায় স্থানান্তরিত হলেও ১৪৫৩ সালে আবার রাজধানী ফিরে আসে গৌড়ে, এবং শহরটির নামকরণ হয় জান্নাতাবাদ। এরপর প্রায় তিন শতক ধরে তুর্কি সুলতানরা গৌড়কে তাদের ক্ষমতার প্রাণকেন্দ্র হিসাবে প্রতিষ্ঠা করেন এবং সাজিয়ে তোলেন। মুঘল শাসকদের আমলেও এখানে গড়ে উঠেছিল অসাধারণ সব স্থাপত্য। বড়ো সোনা মসজিদ, দাখিল দরওয়াজা, লোটন মসজিদ, কদম রসুল মসজিদ, লুকোচুরি দরোয়াজা, ফিরোজ মিনার, চিকা মসজিদ, গুমতি দরওয়াজা, ফতেহ খানের সমাধি , সমস্ত মধ্যযুগ ধরে এখানে একের পর এক দৃষ্টিনন্দন সৌধ বানানো হয়েছে। তার মধ্যে লুকোচুরি দরোয়াজার গল্প বলব আজকে।

গৌড় নগর দুর্গের গুমতি গেট থেকে কিছুটা উত্তর দিকে রয়েছে এই লুকোচুরি দরোয়াজা। বাংলার সুবাহদার শাহ সুজা ১৬৫৫ সালে গৌড় দুর্গে প্রবেশ করবার জন্য তৈরি করেছিলেন এই দরোয়াজাটি। মুঘল সাম্রাজ্যে প্রদেশগুলিকে বলা হল সুবাহ এবং প্রাদেশিক শাসকদের সুবাহদার নামে ডাকা হত। সুবাহদার শাহ সুজা ছিলেন মুঘল সম্রাট শাহজাহানের ছেলে এবং ঔরঙ্গজেবের দাদা। মনে করা হয়, সুলতানরা এখানে লুকোচুরি খেলতেন বেগমদের সঙ্গে। আবার কেউ কেউ বলেন, লুকোচুরি দরোয়াজা নামটা অনেক পরে এসেছে। বাচ্চা ছেলেমেয়েদের লুকোচুরি খেলার জায়গা ছিল ওটা। যতদূর জানা যায়, এর আসল নাম শাহি দরোয়াজা। ইট দিয়ে তৈরি সৌধটির প্রধান দরজা ইওয়ান রীতি অনুযায়ী বানানো হয়েছে। গোটা ভবনে রয়েছে তিনটে তলা। ওপরে সমান ছাদ, যা ব্যবহার করা হত নক্করখানা হিসেবে। এই ছাদ থেকে গৌড় দুর্গে সুবাহদারের প্রবেশ ও প্রস্থানের ঘোষণা করা হত। দুদিকে ছিল প্রহরীদের ঘর ও ওপরে নহবতখানা। খুব সম্মানীয় কেউ এলে ওপর থেকে পুষ্পবৃষ্টি করা হত, আর বাজানো হত সানাই। লুকোচুরি ফটক বা দরোয়াজা দিয়ে গৌড় দুর্গে ঢোকার পর ডানদিকে তাকালে দেখা যাবে কদমরসুল সৌধ। এখানে রয়েছে হজরত মহম্মদ(সাঃ)-র পদচিহ্ন, যেটা সেই আরব থেকে পির শাহ জালাল তাব্রেজি এনেছিলেন পান্ডুয়ার বড়ো দরগায়, সেখান থেকে সুলতান আলাউদ্দিন হোসেন শাহ এটিকে নিয়ে আসেন গৌড় দুর্গে। তাঁর ছেলে সুলতান নসরত শাহ ১৫৩০ সালে একটি কোষ্ঠি পাথরের বেদির ওপর পদচিহ্নটি স্থাপন করে তার ওপর কদম রসুল সৌধ তৈরি করান। সৌ ঃ বঙ্গদর্শন।

সম্পাদক ঃ মানস কুমার দাস ।। সংবাদ নয়া জামানার পক্ষে প্রকাশক ও স্বত্বাধিকারী মানস কুমার দাস কর্তৃক ১০৯,মেঘনাথ সাহা সরণী, নিউ ব্যারাকপুর,কলকাতা -৭০০১৩১ থেকে ডিজিটালি প্রকাশিত।